কারো চোখে ঘুম নেই

কাজী জহিরুল ইসলাম

সবুজের অভ্যন্তরে জ্বলন্ত আগুন ছিল
আগুন নিভিয়ে দিল যারা ওদের হৃদপিন্ডে পোকার বসতি
কয়লার অন্ধকার এখন সর্বত্র, এক সুদীর্ঘ রাত্রির ছাদ
আমাদের মাথার ওপর। বিবর্ণ সবুজ গেছে কুঁকড়ে বিষণ্নতার ভারে।
আগুনের পবিত্রতা ওরা ভয় পায়। ভীত সন্ত্রাসীরা আগুন নিভিয়ে দিল।
অন্ধকারেই ওদের চোখ খেলা করে বেশী, শ্বাপদের
ভয়ানক রশ্মি গহন অরণ্য অন্ধকারে।

এইসব জানোয়ারদের নতুন নামকরণ হলো রাজনীতিবিদ
উহাদের মুখ থেকে অনর্গল অশ্লীল ফিনকি দিয়ে দূর্গন্ধ ছড়ায়
বাংলাদেশের সকল রাস্তা-ঘাট, অরণ্য-পুকুর, রাজপথ-লোকালয়
এইসব জন্তুদের বেদখলে। দূর্গন্ধে সমস্ত দেশ সয়লাব হয়ে গেছে
ভদ্রলোকেরা এখন দরোজা-জানালা বন্ধ করে স্বগৃহে স্বেচ্ছায়
বন্দীত্ব বরণ করে নিয়েছেন।

উহাদের মধ্যে একদল বুনো বরাহ দেখতে পাচ্ছি, আমাদের
ফসলের মাঠে ছিটানো গোবর চেটে চেটে খেয়ে নিচ্ছে। এরপর
এগুচ্ছে লোকালয়ের দিকে। গ্রাম্য কাচা নর্দমাগুলোরদিকেই ওদের নজর।
কুৎসিত বায়সেরা ওদের পাখায় লাল রঙ মেখে ডানা ঝাপটায় স্বেচ্ছাবন্দী
মধ্যবিত্তের জংধরা বন্ধ জানালায়। ঢাকা শহরের মাথার ওপর বসে ওরা ঠুকরে ঠুকরে
বের করে ফেলছে হলুদ ঘিলু এই শহরের। কিছু ভিনদেশি ঈগল-শকুণ
উড়ছে ঢাকার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে। স্বদেশী বায়সের সাথে ওদের স্বার্থের সখ্য।
ধুর্ত শৃগালের দলটি বেরিয়ে আসে রাতের নীরব অন্ধকারে
বড় বড় হোটেলের বিলাসী বিশাল কামড়ায় বসে সেরে নেয় গোপন ষড়যন্ত্রের
শলা-পরামর্শ। এরপর নেমে যায় শহরের পবিত্র গোরস্তানগুলোতে
মাটি খুঁড়ে তুলে আনে ওরা বাংলাদেশের গলিত লাশ
হায়েনার দল ছুটে আসে ধারালো কাস্তের নখ বের করে
সোল্লাসে ঝাপিয়ে পড়ে মৃতদেহের কলিজা লক্ষ্য করে
বুভুক্ষু শৃগাল-হায়েনার দলীয় কলহে ঘুম ভাঙে শকুণ-গিধর, বরাহ ও বায়সের
ভাগাভাগির উন্মত্ত শোরগোল ওঠে সকল নীরব গোরস্তানে।
ভিনদেশী ঈগলের দলটি তখন খানিকটা দূরে বসে চেয়ে আছে
শবদেহের বাঁ'দিকে পাঁজরের হাঁড়ের ওপর। ওখানে তখনো কি যেন নড়ে উঠছে হঠাৎ হঠাৎ।

শহরের সচেতন মধ্যবিত্ত, অসহায় নিম্নবিত্ত, বোকা উচ্চবিত্ত
দূরের গ্রামের পরিশ্রমী চাষী-জেলে, কারখানার শ্রমিক, বস্তির নূরজাহান
কারো চোখে ঘুম নেই ভয়ঙ্কর এই রাতে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৩০ নভেম্বর, ২০০৬